সংশোধিত

Zulm Ka Anjam

জুলুমের পরিণতি

ظلم کا انجام

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী

দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া

এ রিসালায় যা রয়েছে . . .

* কবর থেকে অগ্নি শিখা * কর্জ টাকা পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ, * মজলুমের সাহায্য করা অপরিহার্য, * কারো সাথে ঠাট্টা করা গুনাহ, * বিনা অনুমতিতে অপরের জুতা পরিধান করা কেমন?, * বিভিন্ন হক সম্পর্কে মাদানী ফুল, * মুসলমানকে ভয় দেখানো।

Madani Channel

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল

مکتبۃ المدینہ

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মাদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

জুলুমের পরিণতি

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০২-৭৫৪৯৮২

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০৬৪৪৫৫০০৪৩৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com

maktaba@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত।

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মনি মুক্তার মুকুট	০৪	অপরের স্যান্ডেল পরিধান করা কেমন?	২৮
দুর্ধর্ষ ডাকাত	০৫	সুঘ্রান নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা	২৯
জালিমকে সুযোগ দেয়া হয়	০৬	বাতি নিভিয়ে দিলেন	৩২
উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে	০৯	বাগান নাকি আগুনের গর্ত	৩২
আগুনের জিঞ্জির	০৯	অর্ধেক খেজুর	৩৩
নিঃস্ব কে?	১০	শাহী থাপপড়ের পরিণাম	৩৪
কেঁপে উঠুন	১১	ফারুকে আজমের সাদাসিদে জীবন যাপন	৩৫
অর্ধেক আপেল	১২	খারাপ পরিণতির কারণ	৩৭
খিলালের জন্য শাস্তি	১৩	নিজেকে কারো গোলাম দাবী করা কেমন?	৩৭
গমের দানা উপড়ানোর পরকালীন ক্ষতি সমূহ	১৪	কেমন আছেন?	৩৮
সাতশ জামাআত সহকারে নামায	১৬	মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাখ্য	৪০
কর্জ টাকা পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ	১৭	মজলুমের সাহায্য করা অপরিহার্য	৪০
বিবেকের চাহিদা	১৮	কবর থেকে অগ্নি শিখা	৪১
সাওয়াবের কারণে ধনী	১৯	মুসলমানদের প্রতি সহানুভুতি	৪২
আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দানকারী	২০	চুরির শাস্তি	৪৩
মারাত্মক চুলকানী	২১	বিভিন্ন হক সম্পর্কে মাদানী ফুল	৪৫
জান্নাতে ভ্রাম্যমান ব্যক্তি	২৩	জালিমের বিভিন্ন নিদর্শন	৪৬
মহানবীর বিনয়	২৩	কারো সাথে ঠাট্টা করা গুনাহ	৪৭
আমি তোমার কান মর্দন করেছিলাম	২৪	ঠাট্টা বিদ্রূপ করার শাস্তি	৪৭
মুসলমানের পরিচয়	২৫	ক্ষমা চেয়ে নিন	৪৮
মুসলমানকে ভয় দেখানো	২৫	আমি ক্ষমা করে দিলাম	৫০
খারাপের প্রতিও খারাপ আচরণ করো না	২৭	কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল	৫৬

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

জুলুমের পরিণতি

শয়তান লাখো অলসতা দিয়ে, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নেবেন। আপনি اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ আল্লাহর ভয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন।

মনি মুক্তার মুকুট

'আল কাওলুল বদি' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মনসুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে ইনতিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জান্নাতী লেবাস পরিধান করে মনি মুক্তার মুকুট মাথায় দিয়ে সিরাজ শহরের জামে মসজিদের মিহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা

মা..দীনা

১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ ইংরেজীতে সাহরায়ে মদীনা মুলতানে অনুষ্ঠিত কুরআন সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা বহুজাতিক ইজতিমাতে আমীরে আহলে সুন্নাত এ বয়ানটি প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি রিসালা আকারে প্রকাশ করা হলো। **মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা**

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

করে দিয়েছেন, তিনি আমাকে সম্মানজনক স্থান দিয়েছেন এবং আমার মাথায় মনি মুক্তার মুকুট পরিয়ে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এত সম্মানিত করেছেন? তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ জীবদ্দশায় আমি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওপর অধিক হারে দুরূদ ও সালাম পাঠ করতাম। এ আমলই পরকালে আমার কাজে এসেছে। (আল কাওলুল বদী, পৃ-২৫৪)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দুর্ধর্ষ ডাকাত

শায়খ আবদুল্লাহ শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তাঁর সফর নামাতে লিখেছেন, একদা আমি আমার এক সঙ্গী সহ বসরা শহর থেকে কোন এক গ্রামে যাচ্ছিলাম, দুপুরের সময় হঠাৎ এক দুর্ধর্ষ ডাকাত আমাদের উপর আক্রমণ করে বসল। আমার সঙ্গীকে সে শহীদ করে ফেলল। আমাদের টাকা পয়সা, ধন-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নিয়ে সে আমার উভয় হাত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল এবং আমাকে জমিনের ওপর ফেলে রেখে চলে গেল। অনেক কষ্ট করে আমি আমার বন্ধন খুলে উঠে দাঁড়ালাম এবং চলতে লাগলাম। কিন্তু চিন্তা ও ভয়ে ভীত হয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেললাম। শেষ পর্যন্ত রাত হয়ে গেল। কিছুদূরে একটি বাতির আলো দেখে আমি সে দিকে অগ্রসর হলাম। অনেকক্ষণ হাঁটার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

পর আমি একটি তাঁবুর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আমি পিপাসিত পিপাসিত বলে চিৎকার করতে লাগলাম। দুর্ভাগ্যবশত ওই তাঁবুটি ছিল সে দুর্ধর্ষ ডাকাতেরই। আমার আওয়াজ শুনে সে পানির পরিবর্তে একটি খোলা তরবারি নিয়ে বের হল এবং এক আঘাতেই আমার প্রাণ শেষ করে দিতে চাইল। তার স্ত্রী তাকে শত বারন করল কিন্তু সে তার স্ত্রীর কথা শুনলনা। অত:পর সে আমাকে টেনে হেঁচড়ে একটি জঙ্গলে নিয়ে গেল। সে আমার বুকের ওপর চড়ে আমার গলায় চুরি চালাতে উদ্যত হল। এমন সময় হঠাৎ বন থেকে একটি বাঘ গর্জন করতে করতে বের হয়ে আসল। বাঘটিকে দেখে ভয়ে ডাকাত পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বাঘটি এক লাফেই তাকে ধরে ফেলল। বাঘটি তার শরীর ফেড়ে ছিঁড়ে খেয়ে আবার বনের মধ্যে চলে গেল। এ গায়েবী সাহায্যের জন্য আমি মহান আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

سچ ہے کہ بُرے کام کا انجام بُرا ہے

সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুরা হে।

জালিমকে সুযোগ দেয়া হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেনতো আপনারা! জুলুম কিরূপ ভয়ানক পরিনাম ডেকে আনল। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন, হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তিনি তাকে আর ছাড়েন না। অত:পর সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২ পারার সূরা হুদের ১২০ নং আয়াতটি পাঠ করলেন,

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং অনুরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের জুলুমের কারণে, নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃ-২৪৭, হাদীস নং-৪৬৮৬)

বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং খুন, সন্ত্রাস, লুটতরাজ, ছিনতাই রাহাজানি ইত্যাদির রাজত্ব কায়েমকারীদের বর্ণিত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদেরও নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। জুলুমের কারণে যখন দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার কহর গজবের আগুন নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তখন জালিমরা পথে ঘাটে কুকুরের মত মরতে থাকে। তাদের জন্য এক ফোঁটা কান্না করার জন্যও কাউকে খুঁজে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পাওয়া যায় না। হায়! পরকালের শাস্তিকে সহ্য করতে পারবে! নি:সন্দেহে মানুষের ওপর জুলুম-অত্যাচার করা গুনাহ, ইহকাল ও পরকাল ধ্বংসের কারণ এবং জাহান্নামের পথকে সহজ করে। জুলুম-অত্যাচার একদিকে আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানিতে লিপ্ত করায়, অপর দিকে মানুষের হক ধ্বংস করে। হযরত যুরযানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁর রচিত কিতাব ‘আত্-তারিফাত’ এ জুলুমের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, জুলুমের অর্থ হচ্ছে, কোন জিনিসকে তার স্থানের পরিবর্তে অন্য স্থানে রাখা।

(আত্-তারিফাত লিল্ যুরযানী, পৃ-১০২)

ইসলামী শরীয়তে জুলুম বলতে বুঝায়, কারো হক আত্মসাৎ করা, কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেয়া, কাউকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। (মিরআত, খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-৬৬৯)

যে দুর্ধর্ষ ডাকাতের কাহিনী আপনারা এইমাত্র শুনলেন, সে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে মানুষ ও খুন করত। এ দুনিয়াতেই সে তার জুলুমের পরিনাম পেয়ে গেল। জানিনা, কবরে তার ওপর কী ঘটছে। কিয়ামতের শাস্তিতো এখনো পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। তাও তার জন্য অপেক্ষা করছে। বর্তমান যুগেও ডাকাতেরা অর্থের লোভে হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। মনে রাখবেন! কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা চরম অপরাধ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন্ ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ তিরমিযী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যদি সমগ্র আসমান-জমিনের বাসিন্দারাও একজন মানুষের হত্যাকান্ডে শরীক থাকে, আল্লাহ তায়ালা তারা সকলকেই উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-১০০, হাদীস নং-১৪০৩, দারুল ফিকির, বৈরুত)

আগুনের জিঞ্জির

মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারীগণ দিন দুপুরে ছিনতাইকারীগণ চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবীকারীগণ ভালভাবে চিন্তা করে দেখ, যে হারাম সম্পদ আজ তৃপ্তিভরে তোমরা ভোগ করছ। কিয়ামতের দিন তা কাল সাপ হয়ে তোমাদেরকে যেন বিপদে না ফেলে? শোন! শোন! হযরত সায়্যিদুনা ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ 'কুররাতুল উয়ুন' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, পুলসিরাতের ওপর থাকবে আগুনের জিঞ্জির। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে হারামের একটি টাকাও তার পকেটে ভরবে, কিয়ামতের দিন তার পায়ে আগুনের জিঞ্জির পরানো হবে। ফলে পুলসিরাত অতিক্রম করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত পাওনাদার সে টাকার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বদলাতে তার নিকট থেকে তার নেকী নিয়ে নেবে। যদি তার নিকট কোন নেকী না থাকে, তাহলে পাওনাদারের পাপের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে এবং পাপের সে বোঝা নিয়েই সে জাহান্নামে পতিত হবে। (কুররাতুল উয়ূন, মাআ রওজুল ফায়েক, পৃ-৩৯২, কোয়েটা)

নিঃস্ব কে?

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশায়রী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ মুসলিম শরীফে নকল করেন, সরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তোমরা কী জান, কোন ব্যক্তি নিঃস্ব? সাহাবা কিরামগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে যার নিকট টাকা পয়সা, ধন সম্পদ নেই। আমরা তাকেই নিঃস্ব বলে জানি। রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, না বরং আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী নিঃস্ব, যে কিয়ামত দিবসে অনেক অনেক নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু সাথে সাথে সে সব লোকদেরকেও নিয়ে উপস্থিত হবে যাদের কাউকে সে দুনিয়াতে গালি দিয়েছিল, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল, কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছিল, তাই তার নেকী সমূহ থেকে একেক মজলুমকে তাদের পাওনা দিয়ে দেয়া হবে। অত:পর মজলুমদের পাওনা পরিশোধের আগেই যদি তার পূণ্যের ভান্ডার শেষ হয়ে যায়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

তাহলে মজলুমদের পাপের বোঝা নিয়ে সে জালিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাদের পাপের সে বোঝা সহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৯৪, হাদীস নং-২৫৮১, দারে ইবনে হযম বৈরুত)

কেঁপে উঠুন

হে নামাযীরা! হে রোজাদারেরা! হে হাজীরা! হে পূর্ণমাত্রায় যাকাত আদায়কারীরা! হে অকাতরে দান-খয়রাতকারীরা! হে পূন্যবানের বেশধারীরা! সাবধান হয়ে যান! কেঁপে উঠুন! প্রকৃত নিঃস্ব হচ্ছে সে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, হজ্জ, সদকা, যাকাত, দান-খয়রাত, জন কল্যাণমূলক কাজ এবং বড় বড় পূন্যের পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পরও সাওয়াব শুন্য হয়ে খালি হাত থেকে যাবে। গালি দিয়ে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ধমক দিয়ে, অপমানিত-লাঞ্চিত করে, মারধর করে, জিনিস ধার নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেরত না দিয়ে কর্জ টাকা আত্মসাৎ করে, মনে আঘাত দিয়ে যাদের যাদের উপর সে জুলুম নির্যাতন করেছিল, কিয়ামতের দিন তারা তার সমস্ত সাওয়াব নিয়ে নেবে। তার সাওয়াবের ভান্ডার শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপের বোঝা নিজের পিঠে বহন করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, মুনায্যাহ আনিল উয়ূব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পাওনাদারদের পাওনা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এমনকি শিংবিহীন বকরিও শিংওয়ালা বকরি থেকে প্রতিশোধ নেবে। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৯৪, হাদীস নং-২৫৮২) অর্থাৎ তোমরা যদি দুনিয়াতে মানুষদের পাওনা পরিশোধ করে না থাকো, তাহলে পরকালে অবশ্যই তোমাদেরকে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে। দুনিয়াতে মাল দ্বারা এবং পরকালে আমল দ্বারা মানুষদের হক পরিশোধ করতে হবে। তাই দুনিয়াতেই মানুষের হক দিয়ে দেয়া উত্তম হবে, নতুবা পরকালে গিয়ে আফসোস করতে হবে।

'মিরাত শরহে মিশকাত' এ উল্লেখ আছে, জীবজন্তুরা যদিও শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাধীন নয়, তারপরও বান্দার হক তাদেরও পরিশোধ করতে হবে। (মিরাত, খন্ড-৬, পৃ-৬৭৪)

যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তারা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট সামান্য বিষয়েও এত সাবধানতা অবলম্বন করেন, যা আমাদেরকে অবাক করে দেয়।

অর্ধেক আপেল

একদা হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه কোন এক বাগানের পাশে নদীতে একটি আপেল দেখতে পেলেন। তিনি নদী থেকে আপেলটি উঠিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেললেন। খেলেন তো খেলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি খুবই অনুতপ্ত হলেন। মনে মনে তিনি বললেন হায়! আমি একী করলাম! মালিকের অনুমতি না নিয়ে কেন আমি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আপেলটি খেয়ে ফেললাম। তাই তিনি বাগানের মালিকের সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন। অবশেষে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, একজন মহিলাই সে বাগানের মালিক। মহিলাটির নিকট গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মহিলাটি জানাল, এ বাগানটির মালিক আমি একা নই। একজন বাদশাহও এ বাগানের মালিকানায় আমার সাথে শরীক আছেন। আমি আমার হক মাফ করে দিতে পারি কিন্তু বাদশাহের হক মাফ করার ক্ষমতা আমার নেই। সেটা তারই ব্যাপার এবং তাঁর বাড়ি বলখ শহরে। যান আমি আমার হক মাফ করে দিলাম। অত:পর হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম বাকী অর্ধেক আপেল মাফ করানোর জন্য সুদূর বলখ শহরে গমন করলেন এবং মাফ করিয়েই ছাড়লেন।

খিলালের জন্য শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনা অনুমতিতে যারা অপরের জিনিস নিয়ে খেয়ে ফেলে, চুপে চুপে যারা অপরের সবজি ও ফলের টাল থেকে কিছু নিয়ে নিজেদের থলেতে ভরে ফেলে, তাদের জন্য বর্ণিত কাহিনীটিতে শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল খুঁজে পাওয়া যায়। দেখতে সামান্য মনে হয় এমন জিনিসও যদি আমরা বিনা অনুমতিতে নিয়ে ব্যবহার করে ফেলি এবং তার জন্য পরকালে আমাদের পাকড়াও করা হবে, তখন আমারে অবস্থা কী দাঁড়াবে তা আপনারাই চিন্তা করে দেখুন। হযরত আল্লামা আবদুল ওহাব শারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তামবিহুল মুগতাররিন’

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তি তাঁর পূর্ববর্তী সব গুনাহ থেকে তওবা করে নিয়েছিলেন। সত্তর বছর যাবৎ অবিরাম ইবাদত বন্দেগীতে তিনি এভাবে মগ্ন ছিলেন যে, দিনের বেলায় তিনি রোজা রাখতেন এবং রাতের বেলায় তিনি জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন। দীর্ঘ সত্তর বছর যাবত তিনি ভাল খাবার গ্রহণ করেন নি এবং কোন ছায়াতলে বিশ্রাম নেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমার হিসাব-নিকাশ নেয়ার পর আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু একদা আমি বিনা অনুমতিতে একটি খিলাল নিয়ে তা দ্বারা দাঁত খিলাল করেছিলাম, তা আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করেন নি এবং তার জন্য আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে দেননি। (তামবিহুল মুগতাররিন, পৃ-৫১, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

গমের দানা উপড়ানোর পরকালীন ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখুন! একটি নগন্য খিলালও জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল। বর্তমান যুগে নগন্য খড় কুটা দ্বারা দাঁত খিলাল করা তো মামূলী ব্যাপার। যেখানে মানুষ পুকুর চুরি করতেও বিন্দুমাত্র শঙ্কা করছে না। এমন অনেক লোক আছে যারা অপরের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ফেলছে এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

সরাসরি অস্বীকার করে বসছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের হিদায়াত দান করুন। আমীন ! আরো একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনুন করুন। যেখানে শুধুমাত্র একটি গমের দানা বিনা অনুমতিতে খাওয়ার জন্য নয়, বরং উপড়িয়ে ফেলার দায়ে পরকালের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার কথা বিবৃত রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে কেউ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে বিনা হিসাবে নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে হিসাব নিকাশ নেয়ার পরই। এমন কি তিনি আমার সে দিনটিরও হিসাব নিয়েছেন, যেদিন আমি রোজা পালনরত অবস্থায় আমার এক বন্ধুর দোকানে বসেছিলাম। যখন ইফতারের সময় হয়েছিল, তখন আমি তার দোকানের গমের শীষ থেকে একটি গমের দানা তুলে নিয়ে তা খেতে চাইলাম। হঠাৎ আমার মনে উদয় হল, এ দানাতো আমার নয় আমি কিভাবে তা খেতে পারি। তাই আমি দানাটি যথাস্থানে রেখে দিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট থেকে সে দানাটিরও হিসাব নিয়েছেন। এবং অপরের মালিকানাধীন একটি গমের দানা শীষ থেকে তুলে নেয়ার কারণে তার যে ক্ষতি হয়েছিল সে পরিমান নেকী আমার নিকট থেকে তিনি নিয়ে নিয়েছেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, খন্ড-৮ম, পৃ-৮১১, হাদীস নং-৫০৮৩ এর ব্যাখ্যায়)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

সাতশ জামাআত সহকারে নামায

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! অপরের গমের একটি মাত্র দানা বিনা অনুমতিতে উপড়িয়ে ফেলার দায়ে কিরূপ পরকালীন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল। বর্তমান যুগে গমের দানা উপড়িয়ে ফেলা কিংবা খেয়ে ফেলাতো সে তুলনায় একেবারে মামুলী ব্যাপার, যেখানে বিনা আমন্ত্রণে দাওয়াতে বা মেজবানি অতিথি সেজে নির্লজ্জ ও বেহায়ার মত পেট ভর্তি করে আসছে। অথচ বিনা আমন্ত্রণে কারো দাওয়াব কিংবা মেজবানে যাওয়া শরীয়াত কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আবু দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বিনা আমন্ত্রণে দাওয়াতে যায়, সে চোর হয়ে প্রবেশ করে এবং ডাকাতি করে বের হয়ে আসে। (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৯, হাদীস নং-৩৭৪১)

শুধু তা নয়, বরং আজকাল কর্জের নামে মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েও তা আত্মসাৎ করে ফেলা হচ্ছে, দুনিয়াতে তা সহজ মনে হতে পারে কিন্তু পরকালে তার জন্য কঠিন শাস্তির মুখামুখি হতে হবে।

হে মানুষের কর্জ টাকা আত্মসাৎকারীগণ! কান পেতে শুন, আমার আকা আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো মাত্র তিন পয়সা কর্জও আত্মসাৎ করবে। কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে তাকে সাতশ জামাআত সহকারে নামায পরিশোধ করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-২৫শ, পৃ-৬৯)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

যে ব্যক্তি, কর্জ টাকা আত্মসাৎ করে সে জালিম এবং বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ। হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান তাবরানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ তাবরানী শরীফের বর্ণনা করেন, সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, জালিমের পূন্য (সাওয়াব) মজলুমকে এবং মজলুমের পাপ জালিমকে প্রদান করা হবে। (আল মুজামুল কবির, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪৮, হাদীস নং-৩৯৬৯)

বিনা কারণে কর্জ টাকা পরিশোধে বিলম্ব করা গুনাহ

যখন কর্জের প্রসঙ্গ এসেছে তখন এটা না বলে পারছি না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি টাকা কর্জ নেয় এবং নেয়ার সময় তা যথাসময়ে পরিশোধ করার নিয়ত করে, আল্লাহ তায়ালা তার হিফাযতের জন্য কয়েকজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেন। সে ফিরিশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। সে যেন তাড়াতাড়ি তার কর্জ পরিশোধ করতে পারে। (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদি, খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-৪০৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

কর্জদার কর্জের টাকা পরিশোধ করলেও কর্জদাতার বেঁধে দেয়া সময়ের বাইরে এক ঘন্টাও দেরী করলে সে গুনাহগার হবে এবং জালিম সাব্যস্ত হবে। সে রোজা পালন রত অবস্থায় থাকুক বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকুক। সর্বাবস্থায় তার আমলনামায় গুনাহ লিখতে থাকবে। অবিরাম তার গুনাহের মিটার ঘুরতে থাকবে। অবিরত তার প্রতি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আল্লাহর লানত বর্ষিত হতে থাকবে। এ গুনাহ কখনো তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। বরং ঘুমন্ত অবস্থায়ও তা তার সাথে লেগে থাকবে। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কর্জ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনে সম্পদ বিক্রি করতে হলেও তা করতে হবে। নতুবা দেরীর কারণে গুনাহ হতেই থাকবে। আর যদি কর্জ টাকার পরিবর্তে কর্জদাতাকে এমন জিনিস প্রদান করে যা তার মন মত না হয়, তখনো কর্জদার গুনাহগার হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে রাজি না করাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জুলুমের অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না। কেননা কর্জ আদায়ে দেরী করা কিংবা এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস প্রদান করা কবিরা গুনাহ। অথচ লোকেরা তা সামান্য মনে করে থাকে।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, খন্ড-১ম, পৃ-৩৩৬)

বিবেকের চাহিদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন ঠেকে যায়, বিপদে পড়ে যায়, তখন অনেকে খোশামুদি-তোষামুদি করে, হাত-পা ধরে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা কর্জ নেয়। কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! যখন বিপদ থেকে পার পেয়ে যায় তখন কর্জ টাকা পরিশোধের কথা তাদের আর খেয়াল থাকে না। অথচ তাদের যদি আত্মসম্মানবোধ আত্মমর্যাদাবোধ থাকত, বিবেক যদি তাদের দংশন করত, তাহলে যার নিকট থেকে কর্জ নিয়েছে তাড়াতাড়ি তার ঘরে গিয়ে তার উপকারের জন্য শোকরিয়া জ্ঞাপন করে কর্জ পরিশোধ করে আসত। কিন্তু বর্তমান

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

যুগে অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কর্জের টাকা আদায়ের জন্য, কর্জদাতাকেই অনেক ধোকা খেতে হয়, তাকেই কর্জদারের দ্বারস্থ হতে হয়। আর কর্জদার কর্জের টাকা পরিশোধ করলেও কর্জদাতার নাকের জলে চোখের জলে এককরে কিস্তি কিস্তি করে তার কর্জ টাকা পরিশোধ করে থাকে। মনে রাখবেন! কর্জদাতাকে অহেতুক হয়রানি করা জুলুম। আবার অনেকের মধ্যে এরূপ স্বভাবও দেখা যায় যে, টাকা পকেটে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা কর্জদাতাকে সন্ধ্যায় আসিও, আগামীকাল আসিও ইত্যাদি বলে হয়রান করতে থাকে। অথচ তারা ভেবে দেখে না, তারা নিজেদের মাথায় কত বড় বিপদ নিয়ে বসে আছে। যদি সন্ধ্যা বেলায় কর্জ টাকা পরিশোধ করার কথা থাকে, তাহলে সকাল বেলায় পরিশোধ করলে অসুবিধার কি আছে?

সাওয়াবের কারণে ধনী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের হক আত্মসাৎ করা পরকালের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, অনেক লোক পূন্যের পাহাড় নিয়ে ধনী অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। কিন্তু মানুষের হক ধ্বংস করার কারণে কিয়ামতের দিন তারা তাদের সমস্ত নেকী হাত ছাড়া করে নিঃস্ব ও কাঙ্গালে পরিণত হয়ে পড়বে। (তামিবহুল মুগতাররিন, পৃ-৫৩, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'কুওতুল কুলুব' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, অনেক মানুষ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

নিজের নয়, বরং অপরের গুনাহের বোঝা নিয়েই দোযখে প্রবেশ করবে। যে গুনাহের বোঝা মানুষের হক ধ্বংস করার কারণে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অনুরূপ অসংখ্য মানুষ নিজের সাওয়াব নিয়ে নয়, বরং অপরের সাওয়াব নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (কুওতুল কুলুব, খন্ড-২য়, পৃ-২৯২)

আর তারাই অপরের জন্য পূণ্য অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করবে, যারা দুনিয়াতে জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, যাদের হক অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছিল, এভাবে নির্যাতিত নিপীড়িত, অত্যাচারিত শোষিত মানুষ পরকালে লাভবান হতে থাকবে।

আল্লাহ ও রাসুলকে কষ্ট দানকারী

বান্দার হকের ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক। কিন্তু হায়! বর্তমানে চলছে প্রভাব প্রতিপত্তির যুগ। সাধারণ মানুষ তো বটে, যারা নামীদামী মানুষ, তারাও আজ বান্দার হকের ক্ষেত্রে একেবারে বেপরোয়া। রাগ নামক ব্যাধি আজ আমাদের প্রত্যেকের শিরা উপশিরায় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। যার কারণে অনেক নামী-দামী মানুষও আজ মানুষের মনে আঘাত দিয়ে বসছে এবং শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কোন মুসলমানের মনে আঘাত দেয়া যে, গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। তার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র মনোযোগও দেখা যাচ্ছে না। আমার আকা আলা হযরত ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা শরীফ ২৪শ খন্ডের ৩৪২ পৃষ্ঠাতে তাবরানী শরীফের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন, সুলতানে দোজাহান

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। (আল মুজামুল আওসাত, খন্ড-২য়, পৃ-৩৮৭, হাদীস নং-৩৬০৭)

আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যারা কষ্ট দেয়, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ২২ পারার সূরাতুল আহযাবের ৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

মারাত্মক চুলকানী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনি কখনো কোন মুসলমানের মনে শরয়ী কারণ ছাড়া কষ্ট দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য মঙ্গল জনক হবে, লজ্জা ত্যাগ করে তা থেকে তওবা করে নেয়া এবং তার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া। তার সাথে আপনার যত ঘনিষ্টতাই, যত আন্তরিকতা থাকুক না কেন, আপনি তার বড় ভাই, পিতা, স্বামী শ্বশুর যেই হোন না কেন, আপনি যতবড় পদমর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন, প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, গভর্নর ওস্তাদ, পীর, মুয়াজ্জিন, খতিব যাই হোন না কেন, তওবা না করলে এবং তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাকে রাজি না করলে আপনার মুক্তি নেই। পরকালে এজন্য আপনাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। শুনুন! শুনুন! হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন্ সাজরা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন, যেরূপ সমুদ্রের কিনারা থাকে, জাহান্নামেরও সেরূপ কিনারা আছে। যেখানে আছে বড় বড় উটের মত সাপ এবং খচ্চরের মত বিচ্ছু। জাহান্নামীরা যখন তাদের শাস্তি কমানোর আবেদন জানাবে, তখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারাতে উঠে আসার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের কিনারাতে উঠে আসবে, তখন সে সাপ-বিচ্ছুগুলো তাদের দংশন করতে থাকবে এবং তাদের গায়ের চামড়াও খসিয়ে ফেলবে। তারা সাপ-বিচ্ছুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে পালাতে থাকবে। অত:পর তাদের চুলকানিতে আক্রান্ত করা হবে, তা এমনভাবে চুলকাবে, চুলকাতে চুলকাতে তাদের চামড়া মাংস সব কিছু খসে পড়বে। শুধুমাত্র তাদের হাড্ডিগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তখন তাদেরকে ডেকে বলা হবে, হে অমুক অমুকরা! তোমাদের কি কষ্ট হচ্ছে? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কষ্ট হচ্ছে। তখন বলা হবে, তোমাদের এ কষ্ট সে কষ্টেরই প্রতিশোধ, যা তোমরা মুমিনদেরকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

দুনিয়াতে দিয়েছিলে। (আত্ তারগিব ওয়াত তারহীব, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৮০, হাদীস নং-৫৬৪৯, দারুল ফিকির, বৈরুত)

জান্নাতে ভ্রাম্যমান ব্যক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানকে কষ্ট দেয়া মুসলমানের কাজ নয়, বরং মুসলমানদের কাজ হচ্ছে মুসলমানদের কষ্ট দূরীভূত করা। সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম বিন্ হাজ্জাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেন, তাজদারে মদীনা, করারে কলব ও সীনা, ফয়যে গাঞ্জীনা, সাহিবে মুয়াত্তারে পসিনা, বাইছে নুযুলে সকিনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে এক ব্যক্তিকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। সে যেদিক দিয়ে ইচ্ছে করে সেদিক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। কেননা সে দুনিয়াতে এমন এক বৃক্ষকে রাস্তা থেকে কেটে ফেলেছিল যা মানুষদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাত। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৪১০, হাদীস নং-২৬১৭)

মহানবী ﷺ এর অতুলনীয় অনুনয়

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উত্তম জীবনাদর্শের মাধ্যমে আমাদেরকে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য যে সুন্দর শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা আমাদের স্মৃতির পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের মক্কী মাদানী মোস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জাহেরী ওফাতের সময়

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

বিশাল জনসমাবেশের সামনে ঘোষণা দেন, যদি আমার নিকট কেউ কর্জ পেয়ে থাকে, আমি যদি কারো জান-মাল, মান সম্মানে আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আজই যেন সে আমার নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। আমি তার জন্য আমার জান-মাল, ইজ্জত আবরু সব কিছু দিয়ে দিলাম। তোমাদের কেউ যেন এ আশঙ্কা না করে, কেউ আমার নিকট থেকে প্রতিশোধ নিলে আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হব, তার ওপর রাগান্বিত হয়ে পড়ব। এটা আমার নীতি নয়। কেউ আমার নিকট কোন হক পেয়ে থাকলে, তা আমার নিকট থেকে আদায় করে নিলে অথবা আমাকে ক্ষমা করে দিলে আমি বেশী খুশি হব। অত:পর তিনি বিশাল জন সমাবেশের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন, হে মানুষেরা! কারো নিকট কেউ কোন হক পেয়ে থাকলে সে যেন তা তাড়াতাড়ি আদায় করে ফেলে, হক আদায় করতে গেলে অপমানিত হতে হবে এরূপ খেয়াল করা তার জন্য মোটেই উচিত হবে না। কেননা দুনিয়ার অপমানের কষ্ট পরকালের অপমানের কষ্টের চেয়ে অধিকতর সহজ ও সহনীয়। (তারিখে দামেস্ক লে ইবনে আসাকির, খন্ড-৪৮শ, পৃ-৩২৩, সংক্ষেপিত)

আমি তোমার কান মর্দন করেছিলাম

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর এক ক্রীতদাসকে বললেন, আমি একবার তোমার কান মর্দন করেছিলাম। তাই তুমি আমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। (আর রিয়াদুন নফরা ফি মানাকিবিল আশরা, খণ্ড-৩য়, পৃ-৪৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ **ইরশাদ করেছেন,** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

মুসলমানের পরিচয়

আল্লাহর মাহবুবে, দানায়ে গুয়ুব, মুনায্যাহুন আনিল উয়ুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, সে-ই প্রকৃত মুসলমান, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে। (সহীহ বুখারী, খন্ড-১ম, পৃ-১৫, হাদীস নং-১০)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, সত্যিকারের মুসলমান হচ্ছেন তিনি, যিনি আভিধানিক ও শরয়ী উভয় দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমান। আর মুমিন হচ্ছেন তিনি যিনি কোন মুসলমানের গীবত করেন না, কোন মুসলমানকে গালি দেন না, কোন মুসলমানের সমালোচনা, নিন্দা, চুগলি ইত্যাদি করেন না, কাউকে মারধর করেন না, কারো বিরুদ্ধে কিছু লেখালেখি করেন না। তিনি আরো বলেন, সত্যিকার অর্থে মুহাজির হচ্ছেন তিনি, যিনি স্বদেশ ত্যাগ করার সাথে সাথে পাপ কাজও বর্জন করেন। অথবা পাপ কাজ বর্জন করা আভিধানিক অর্থে হিজরত, যা চিরদিনের জন্য বহাল থাকবে। (মিরাতুল মানাযিহ, খন্ড-১ম, পৃ-২৯)

মুসলমানকে চোখ রাঙানো ভয় দেখানো

মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানের উচিত নয়, অপর কোন মুসলমানের প্রতি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

চোখ দিয়ে রাগান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাতে সে কষ্ট পায়। অপর এক স্থানে তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েজ নেই অপর কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা। (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩৯১, হাদীস নং-৫০০৪, দারে ইয়াহিয়ায়ে তারাসিল আরবী, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল একজন মুসলমান অপর মুসলমানের রক্ষক ও কল্যাণকামী। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ করা, মারামারি-হানাহানি করা কখনো মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বরং তা অত্যন্ত ক্ষতি ও ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মক্কী মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে কদর কোন্ তারিখে সংঘটিত হয় তা আমাদের জানিয়ে দেয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। এমন সময় দু’জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করছিল। রাসূল صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে শবে কদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে এর নির্দিষ্টতা আমার মন থেকে উঠিয়ে নেয়া হল। (সহীহ বুখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৬২, হাদীস নং-২০২৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

আমরা ভদ্রের সাথে ভদ্র আর খারাপের সাথে খারাপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচ্য হাদীসটি আমাদের জন্য শিক্ষার আলোক বার্তিকা স্বরূপ। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসলেই আমাদেরকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে দেয়ার জন্য বের হয়েছিলেন। কিন্তু দু’জন মুসলমানের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের কারণে আমরা এর জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়লাম এবং চিরদিনের জন্য শবে কদর আমাদের অজানা থেকে গেল। তা থেকে আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন। পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ কতই ক্ষতিকর। কিন্তু হায়! ঝগড়াটে প্রকৃতির লোকদের বুঝাতে পারে কে? আজকাল তো অনেক মুসলমানকে গর্ব সহকারে এরূপও বলতে দেখা যায় যে, মিঞা! এ দুনিয়াতে ভদ্র হয়ে চলা যাবে না। আমরা তো ভাল এর সাথে ভাল, আর খারাপের সাথে খারাপ। শুধু বলার মধ্যেই তাদের এ ধরনের উক্তি সীমাবদ্ধ নয়। বরং কখনো কখনো একটা সামান্য বিষয় নিয়েও প্রথমে বকাবকি, তারপর হাতাহাতি, তারপর মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, খুনাখুনি, গোলাগুলি ইত্যাদির মত ঘটনাও ঘটে যেতে দেখা যায়। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমান যুগের কিছু কিছু নামধারী মুসলমান বিভিন্ন ভাষাভাষী পরিচয় দিয়ে, এলাকার শ্লোগান দিয়ে আবার কখনো বংশের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে নির্বিচারে একে অপরের গলা কাটছে, দোকান-পাট লুটপাট করছে। গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করছে। মুসলমান! আপনারা তো ছিলেন একে অপরের রক্ষক। আর এখন কী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

হচ্ছে! কী ঘটছে! আমাদের প্রিয় আকা, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ যদি ব্যথা পায়, তবে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর কারণে। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৯৬, হাদীস নং-২৫৮৬)

জনৈক কবি কতই সুন্দর বলেছেন ঃ

مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ
کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

মুবতালায়ে দরদ কুয়ি ওযর হো রুতি হায় আঁখ
কিচ্ কদর হামদর্দ চারে জিসিম কি হুতি হায় আঁখ।

খারাপের প্রতিও খারাপ আচরণ করো না

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, সরকারে মদীনা করারে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, তোমরা অন্ধ অনুকরণশীল হয়ো না যে, তোমরা বলবে, লোকেরা যদি সদ্ব্যবহার করে তবে আমরাও সদ্ব্যবহার করব। আর যদি তারা অন্যায় আচরণ করে তবে আমরাও অন্যায় আচরণ করব। বরং তোমাদের মনে এ কথা গেঁথে নাও যে, লোকেরা সদাচরণ করলে তো সদাচরণ করবেই এমন কি তারা অসদাচরণ করলেও তোমরা তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করবে না। (সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৫, হাদীস নং-২০১৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অপরের কলম ফেরত দেয়ার জন্য দুরদেশে সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন আপনারা! আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শনের বিষয়ে আমাদের কী সুন্দর মাদানী ফুল উপহার দিলেন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও অপরের হকের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। অপরের হক আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁরা রেখে গেছেন বিরল দৃষ্টান্ত। যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। থাকবে মানব কল্যাণ কামীদের মনের ভিতর প্রেরণার উৎস হয়ে। বর্ণিত আছে যে, একদা কিছু দিনের জন্য হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শাম দেশের বাসিন্দা হয়েছিলেন। সে সময়ের মধ্যে তিনি সেখানে হাদীস লিখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হাদীস লিখতে লিখতে একদিন তাঁর কলমটি ভেঙ্গে যাওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য তিনি আরেক জনের নিকট থেকে একটি কলম ধার নেন। কিন্তু দেশে ফেরার সময় তিনি কলমটি মালিককে ফেরত দিতে ভুলে যান এবং তার সাথে করে কলমটিও তিনি দেশে নিয়ে আসেন। দেশে চলে আসার পর যখন তার মনে পড়ল তিনি কলমটি ফেরত দেননি। তাই কেবলমাত্র কলম ফেরত দেয়ার জন্য তিনি আবার স্বদেশ থেকে শাম দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। (তাজকিরাতুল ওয়ায়েজিন, পৃ-২৪৩, কোয়েটা)

বিনা অনুমতিতে অপরের স্যান্ডেল পরিধান করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

আমাদের পূর্বসূরিরা অপরের হকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে কিরূপ ভয় করতেন। কিন্তু আফসোস! আমরা সে ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক। মনে রাখবেন, এখনতো অপরের জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে রেখে দেয়া, গায়েব করে ফেলা আমাদের নিকট খুবই সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন মালিককে এর বদলী পরিশোধ করা এবং তাকে রাজি করানো আমাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তাই অপরের প্রতিটি দানা, প্রতিটি খড়কুটার ক্ষেত্রে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিনা অনুমতিতে কারো কোন জিনিস যেমন চাদর, তোয়ালে, থালা, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ব্যবহার করা কখনো উচিত নয়। তবে হ্যাঁ মালিকের পক্ষ থেকে যদি সে সব জিনিস ব্যবহার করার সাধারণ অনুমতি থাকে তবে তা ব্যবহার করলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন আপনি কারো ঘরে মেহমান হয়ে গেলেন, তখন বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে ওই সব জিনিস ব্যবহার করার সচরাচর অনুমতি থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে, মসজিদে অনেকেই বিনা অনুমতিতে আরেক জনের স্যান্ডেল পরে ইস্তিঞ্জাখানাতে চলে যায়, বাহ্যিক চিন্তা করে দেখলে আসলে তা মামুলী নয়। আপনি কারো স্যান্ডেল পরে ইস্তিঞ্জাখানাতে চলে গেলেন। তখন স্যান্ডেলের মালিক এসে অনেক খোঁজাখুজি করে তা না পেয়ে চুরি হয়েছে মনে করে মনকে শান্তনা দিয়ে খালি পায়ে মসজিদ থেকে চলে গেল। এখন আপনি ইস্তিঞ্জাখানা থেকে ফিরে এসে স্যান্ডেল যথাস্থানে রেখে দিলেও এর মালিককে তো

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আর পাওয়া যাবে না। কারণ সে স্যান্ডেল চুরি হয়ে গেছে মনে করে চলে গেছে। এখন এর জন্য দায়ী হবে কে? নিশ্চয় আপনিই এবং আপনিই অপরাধী ও জালিম সাব্যস্ত হবেন। হায়! কিয়ামতের দিন জালিমের হা-হুতাশ আর্তনাদে চারিদিক কেঁপে উঠবে। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল ওহাব শারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন, অনেক সময় দেখা যাবে একটি জুলুমের বদলাতে জালিমের সমস্ত নেকী নিয়ে নেয়ার পরও মযলুম খুশি হবে না। (তামবিহুল মুগতাররিন, পৃ-৫০)

তাইতো আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনগণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মামুলী মনে হয় এমন জিনিসের ক্ষেত্রেও অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করতেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন,

সুঘ্রান নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

হযরত আমিরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজিজ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর উপস্থিতিতে মুসলমানদের মেস্কের (সুগন্ধির) পরিমাপ করা হত। তখন তিনি নিজের নাকটি বন্ধ রাখতেন। যাতে মেস্কের সুগন্ধি তার নাকে না লাগে। অনেকদিন যাবৎ তিনি এরূপ করে আসছিলেন। লোকেরা ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে তাঁর নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি বলেন, সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া তো উপকারী। তবে যেহেতু আমার সামনে প্রতিদিন প্রচুর পরিমানে মেস্ক আনা হয় এবং তা প্রচুর পরিমাণে সুবাসও ছড়ায়, তাই আমি অধিক পরিমাণে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

সুঘ্রান নিয়ে অপরাপর মুসলমানদের চেয়ে বেশী উপকৃত হতে চাই না। (ইয়াহিয়াউল উলূম, খন্ড-২য়, পৃ-১২১, কুওতুল কুলুব, খন্ড-২য়, পৃ-৫৩৩)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি দয়া করুক এবং তাঁর উছিলায় আমাদের ক্ষমা হোক। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাতি নিভিয়ে দিলেন

কিমিয়ায়ে সাআদাতে বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ রাত্রিবেলায় কোন এক মুমূর্ষু রোগীর বিছানার পাশে ছিলেন। আল্লাহর হুকুমে সে রোগীটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সে বুযুর্গ আর দেরী করলেন না, সাথে সাথে তিনি বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এখন এ বাতির তেলের মধ্যে ওয়ারিশদের হক সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। তাই এ বাতিটি জ্বালানো আর উচিত হবে না। আমাদের জীবন উৎসর্গ হোক সে মহাপ্রাণ বুযুর্গের মাদানী চিন্তাধারার প্রতি। (কিমিয়ায়ে সাআদত, খণ্ড-১ম, পৃ-৩৪৭)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি দয়া করুক এবং তাঁর উছিলায় আমাদের ক্ষমা হোক। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাগান না আগুনের গর্ত

আল্লাহ! আল্লাহ! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের কী সুন্দর মাদানী চিন্তাধারা! আমাদের ক্ষেত্রে তা সেরূপ চিন্তাধারার কল্পনাই করা যায় না। আউলিয়া কিরামগণ সদা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কাতর থাকতেন। মৃত্যু নিত্য তাঁদের সামনে থাকত। কবর-হাশর ইত্যাদির কল্পনা থেকে তারা মুহুর্তকালের জন্যও উদাসীন হতেন না। হায়! কবর জীবন সীমাহীন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জীবন; হায়! আমাদের কী অবস্থা হবে! আমরা তো কবরের কথা একেবারে ভুলে গেছি। ইয়াহিয়াউল উলূমে বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী বলেন, যে ব্যক্তি বেশী বেশী কবরের কথা স্মরণ করবে, মৃত্যুর পর তার কবর জান্নাতের বাগানে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি কবরের কথা ভুলে যাবে, মৃত্যুর পর তার কবর আগুনের গর্তে পরিণত হবে। (ইয়াহিয়াউল উলূম, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৩৮)

گورِ نیکاں باغ ہوگی خلد کا
مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا

গোরে নেকা বাগ হোগি খুলদ কা,
মুজরিমো কি কবর দোযখ কা গড়্হা

অর্ধেক খেজুর

মনে রাখবেন! নিজের ছোট ছোট মাদানী ছেলে মেয়েদের হকের ক্ষেত্রেও ইনসাফ করতে হবে। তাদের হকের ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচার ধ্বংস ডেকে আনবে। আর সুবিচার ইনসাফ জান্নাত লাভের পথকে সহজ করবে। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়শা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন, একদা এক মহিলা তার দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা চাইল। তখন আমার নিকট কেবলমাত্র একটি খেজুর ছিল। আমি খেজুরটি তাকে দিয়ে দিলাম। ভিখারিনী খেজুরটি নিয়ে দুই টুকরা করে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

তার উভয় শিশু কন্যাকে এক এক টুকরা দিল। অতঃপর আমি এ ঘটনাটি আল্লাহর মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা কন্যা সন্তান দান করেছেন, আর সে তার সাথে সুবিচার ও উত্তম আচরণ করে, সে কন্যা সন্তান তার জাহান্নামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৯৯, হাদীস নং-৫৯৯৫)

শাহী থাপপড়ের পরিণাম

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বান্দার হকের ক্ষেত্রে কাউকে পরোয়া করতেন না। বর্ণিত আছে যে, গাস্‌সান সম্রাট নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিল। তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই খুশি হয়েছিলেন। কেননা তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তার প্রজাদের ইসলামের পতাকাতলে আনার পথ উন্মুক্ত হল। একদা কাবা ঘরের তওয়াফকালে গাস্‌সান সম্রাটের কাপড়ের সাথে কোন গরীব বেদুঈনের পা গিয়ে লাগল এতে গাস্‌সান সম্রাট রাগান্বিত হয়ে বেদুঈনকে এমন জোরে ঘুষি মারল, ফলে বেদুঈনের দাঁত পড়ে গেল। বেদুঈন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আদালতে নালিশ জানাল। ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ গাস্‌সান সম্রাটকে তাঁর দরবারে তলব করলেন। গাস্‌সান সম্রাট গিয়ে তার দোষ স্বীকার করল। তখন ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বাদী মজলুম

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

বেদুঈনকে ডেকে বললেন, তুমি গাস্‌সান সম্রাট থেকে প্রতিশোধ নিতে পার। রায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গাস্‌সান সম্রাট বলল এ কেমন কথা! একজন সাধারণ মানুষ হয়ে কিভাবে সে আমার মত একজন সম্রাট থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে। সেতো কখনো আমার সমকক্ষ হতে পারে না। আমি হলাম রাজা। আর সে হল সাধারণ প্রজা। ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন, ইসলাম সাম্যের ধর্ম। এতে রাজা-প্রজার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলামে রাজা-প্রজা উভয়ই আইনের চোখে সমান। গাস্‌সান সম্রাট তার উপর রায় কার্যকর একদিন বিলম্ব করার জন্য সময় নিল, এবং রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে গেল। (খোতবাতে মহরম, পৃ-১৩৮, সাব্বির ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

ফারুকে আজমের সাদাসিদে জীবন যাপন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন ন্যায় বিচারের অতন্দ্র প্রহরী। আদল ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। কারো প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাকে মুহুর্তের জন্যও টলাতে পারে নি ন্যায় বিচারের আদর্শ থেকে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি কখনো মাথা নত করেন নি কোন শক্তিধর ক্ষমতাধরের সামনে। তাইতো তিনি গাস্‌সান সম্রাটের মত একজন শক্তিধর রাজাকেও বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেন নি শাস্তি দিতে। সে বদনসীব ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে পুনরায় কুফরির গর্তে পড়লেও তাতে ইসলামের কিছু আসে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

যায় নি বরং সে ডেকে এনেছে নিজেরই সর্বনাশ। সেদিন যদি ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ গাস্‌সান সম্রাটের পক্ষপাতিত্ব করতেন, তার রাজত্বের খাতিরে তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতেন, তাহলে ইসলামের অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তখন মানুষ জোর গলায় বলাবলি করত, ইসলাম সবলের নিকট থেকে দূর্বলের হক আদায় করে দিতে আল্লাহর অক্ষম। এ ন্যায় আদর্শের বরকতেই হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রয়োজন হতনা অধুনা শাসকদের মত কোন দেহরক্ষী কিংবা আরক্ষীর। রাত-দিন নির্ভয়ে নির্ভীক চিত্তে চলাফেরা করতে পারতেন প্রহরী রক্ষী বিহীন। তাইতো একদিন প্রচন্ড গরমের দিনে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম ঘুমিয়ে ছিলেন একটি গাছের নিচে একটি পাথরের ওপর পবিত্র মাথা রেখে। তাঁর পাশে কোন প্রহরী বা দেহরক্ষী ছিল না, তার মনে কোন শঙ্কা-ভীতি ছিল না, নির্ভয়ে ঘুমে বিভোর হয়ে পড়লেন তিনি। এমন সময় তার নিকট এল একজন রোমান দূত রোম সম্রাটের বার্তা নিয়ে। তাঁকে এভাবে নিরাপত্তাহীন শয্যাবিহীন অবস্থায় ঘুমাতে দেখে রোমান দূত অবাক হয়ে গেল। সে নিজকে নিজ প্রশ্ন করল, ইনি কি সে ওমর? যার ভয়ে থাকে গোটা দুনিয়া শঙ্কিত। নিরাপত্তার চাদরে আচ্ছাদিত। অতঃপর সে বলে উঠল, হে ওমর! আপনি ন্যায় বিচার করেন, মানুষের হকের ব্যাপারে সজাগ থাকেন, তাই পাথরের ওপরও আপনার ঘুম চলে আসে। আর আমাদের রাজা-বাদশাহরা জনগনের ওপর জুলুম

প্রিয় নবী ﷺ **ইরশাদ করেছেন,** "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

নির্যাতনের খড়গ চালায় তাদের হক পদদলিত করে, তাই তুলতুলে মকমলের বিছানাতেও তাঁদের ঘুম আসে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সদয় হোন এবং তাঁর উছিলায় আমাদের ক্ষমা হোক। আমিন আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খারাপ পরিণতির কারণ

জুলুমের পরিণামও তো আপনারা শুনতে পেলেন। তা গাস্‌সান সম্রাটের ঈমানও ধ্বংস হল। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ওররাক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, মানুষের ওপর জুলুম নির্যাতন করা প্রায় ক্ষেত্রে ঈমান হরনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসেম হাকিম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে কেউ জিজ্ঞাসা করল। এমন কোন গুনাহও আছে কি, যা মানুষকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করতে পারে? তিনি বললেন, তিনটি কারণে মানুষ ঈমান থেকে বঞ্চিত হয় : (১) ঈমানের নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা, (২) ঈমান বিনষ্ট হওয়ার ভয় না রাখা, (৩) মুসলমানদের ওপর জুলুম নির্যাতন করা। (তামবিহুল গাফেলিন, পৃ-২০৪)

নিজেকে কারো গোলাম দাবী করা কেমন?

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى বান্দার হকের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে এমন নজির স্থাপন করে গিয়েছেন, যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। বর্ণিত আছে যে, একদা ইমামে আজম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এর স্বনামধন্য শিষ্য তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের প্রধান বিচারপতি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসূফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খলিফা হারুনুর রশীদের পক্ষে তার বিশ্বস্ত ও অনুগত মন্ত্রী ফজল বিন রবির সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। খলিফা হারুনুর রশীদ যখন তাঁর নিকট সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন, একদা আমি নিজ কানে শুনেছি তিনি আপনাকে বলছিলেন, ‘আমি আপনার গোলাম’ এখন তার সে কথাতে তিনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে আপনার পক্ষে তার সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ততা নেই। কেননা মনিবের পক্ষে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি আপনার খোশামুদি করতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি সে কথা বলে থাকেন। তখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। কেননা যিনি আপনার দরবারে বসে বসে নির্ভিকভাবে অহরহ সত্য বলবেন তা আমি কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি।

কেমন আছেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কী তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। কী অসম সাহসিক পুরুষ ছিলেন। ন্যায়বান হলে এমনই হওয়া চাই। তিনি নির্ভীক পুরুষ ছিলেন বলেই তো একজন খলিফার অধীনস্থ বিচারক হয়েও বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন নি তাঁকে। একজন মজলুম মানুষ তার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হতে পারে এ ভয়ে তিনি অসম

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

দু:সাহসিকতার সাথে তৎকালীন খলিফার পক্ষে নিযুক্ত তাঁরই অনুগত ও আস্থাভাজন মন্ত্রীর সাক্ষ্যও বলিষ্ট কণ্ঠে প্রত্যাখান করে দিয়েছিলেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, কখনো কখনো খোশামুদি করতে গিয়ে কিংবা স্বপ্রনোদিত হয়ে বিনা চিন্তা ভাবনায় অনেকে নিজকে আরেকজনের খাদেম গোলাম, কুকুর ইত্যাদি দাবী করে বসে। কিন্তু মুখে যা দাবী করছে মনের মধ্যে তার সম্পূর্ণ বিপরীতই পোষণ করে থাকে। তাই মুখের কথা ও মনের কথার মধ্যে মিল থাকা চাই। আমাদের পূর্ববর্তীরা মুখের কথা ও মনের কথাকে এক রাখার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? জবাবে সে বলল, আর কেমন থাকব, যার মাথায় পাঁচশ দিরহামের ঋনের বোঝা, যার নিকট বাল বাচ্চাদের ভরণ-পোষনের জন্য একটি টাকাও নেই, সে কি আর ভাল থাকতে পারে? তিনি তার এ দুরবস্থার কথাশুনে সোজা ঘরে চলে গেলেন এবং ঘর থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে এসে তার হাতে সমর্পন করে বললেন, যাও, তা থেকে পাঁচশ দিরহাম দিয়ে কর্জ পরিশোধ করে নাও, আর বাকী পাঁচশ দিরহাম দিয়ে ছেলে-মেয়ের জন্য খাবার কিনে আন। এরপর তিনি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে নিলেন, জীবনে আর কখনো কারো অবস্থা জানতে চাইবেন না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী বলেন, ইমাম ইবনে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

সিরীন এ সংকল্প এজন্যই করলেন যে, কেননা তিনি বলতে চেয়েছেন, কারো অবস্থা জানতে চাওয়ার পর সে যদি তার দুরবস্থা ও দৈন্য দশার কথা জানায় এবং আমি তা দূর ও মোচন করতে না পারি, তাহলে তার অবস্থা জানতে চেয়ে আমি মুনাফিক হিসাবে গণ্য হব। (কিমিয়ায়ে সাদাত, খন্ড-১ম, পৃ-৪০৮, ইনতাশারাতে গাঞ্জীনা, তেহরান)

মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আমাদের পূর্বসূরিরা কতই সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন! তাদের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যে যথার্থ অর্থে আরেকজনের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে না চাওয়াই ভাল। অবস্থা জানতে চাওয়ার পর সে যদি তার দুরবস্থা ও দৈন্যদশার কথা জানায়, তখন যথাসাধ্য তার দুরবস্থা নিরসন ও অভাব মোচনের চেষ্টাও চালাতে হবে।

মনে রাখবেন! ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ অভাব মোচন ও দুরবস্থা দূর করতে অপারগ হওয়া অবস্থায় নিজের জন্য মুনাফেকির যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা প্রয়োগিক অর্থে মুনাফেকি উদ্দেশ্য ছিল। আর প্রয়োগিক অর্থে মুনাফেকি কুফরির দিকে নিয়ে যায় না।

মজলুমের সাহায্য করা অপরিহার্য

মানুষের উপর জুলুম করা যেরূপ অপরাধ। সক্ষমতা সত্ত্বেও মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে না আসাও তদনুরূপ অপরাধ। হযরত সায়্যিদুনা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম, অচিরে হোক বা দেরীতে হোক, আমি একদিন না একদিন অবশ্যই জালিম থেকে বদলা নেব এবং তার থেকেও বদলা নেব, যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে না আসে।

(আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-৩য়, পৃ-১৪৫, হাদীস নং-৩৪২১)

জানা গেল, যে ব্যক্তি মজলুমকে সাহায্য করতে সক্ষম, তারপরও করে না সে গুনাহগার। তবে যে মজলুমকে সাহায্য করতে ক্ষমতা রাখে না, সে গুনাহগার হবে না। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুফতি মুহাম্মদ শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন, মনে রাখবেন, মুসলমানকে সাহায্য করা সাহায্যকারীর অবস্থাভেদে কখনো কখনো ফরজ, কখনো কখনো ওয়াজিব, আবার কখনো কখনো মুস্তাহাব হয়।

(নুযহাতুল কারী, খন্ড-৩য়, পৃ-৬৬৫, ফরিদ বুক স্টল)

কবর থেকে আগুনের শিখা উঠছিল

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর খলিফা ফকিহে আজম হযরত আল্লামা আবু ইউসূফ মুহাম্মদ শরিফ কোটলবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ তাঁর রচিত ‘আখলাকুস সালেহীন’ নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন, আবু মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বর্ণনা করেন, একটি কবর থেকে অগ্নি শিখা উঠছিল এবং মৃত ব্যক্তির ওপর আজাব চলছিল। মৃত ব্যক্তি আজাবের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

ফিরিশতাদের জিজ্ঞাসা করল, কী কারণে আমার উপর এত আজাব, আমাকে এত মারধর? ফিরিশতারা বললেন, একদিন এক মজলুম তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তুমি তার সাহায্যে এগিয়ে যাওনি। আর একদিন তুমি বিনা ওযুতে নামায পড়েছিলে। (আখলাকুস সালেহিন, পৃ-৫৭, তামবিহুল মুগতাররিন, পৃ-৫১)

মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেটা তো ছিল সে ব্যক্তির অবস্থা যে মজলুমকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তাহলে যে অহরহ মানুষের ওপর জুলুম নির্যাতন করে। তার অবস্থা কী দাঁড়াবে? জানা গেল মজলুমকে যথাশক্তি সাহায্য করা উচিত। মজলুমকে সাহায্য করলে সাওয়াবও পাওয়া যাবে। মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা কতো যে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তা কিমিয়ায়ে সাআদাতের এ ঘটনা থেকে অনুমান করে নিতে পারেন। বর্ণিত আছে যে, একদা লোকেরা দেখলেন, হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বসে বসে কাঁদছেন। যখন তারা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিকট কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, আমি সে সব অসহায়া মুসলমানের শোকে কাঁদছি, যারা আমার উপর জুলুম নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়েছিল। কাল কিয়ামত দিবসে যখন তাদের নিকট প্রশ্ন করা হবে তোমরা এরূপ কেন করেছিলে? তখন তারা লা জাওয়াব হয়ে পড়বে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সেদিন তাদের কোন ওজর আপত্তি শোনা হবে না, তাদের পাশে দাঁড়ানোর মত কাউকে পাওয়া যাবে না । সেদিন তারা খুবই অসহায় হয়ে পড়বে। (কিমিয়ায়ে সাদত, খন্ড-১ম, পৃ-৩৯৩)

চোরের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা। একদা কেউ তাঁর টাকা চুরি করে ফেলল। তাই তিনি বসে বসে কাঁদছিলেন। লোকেরা তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে কাঁদার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন, আমি আমার টাকার শোকে নয় বরং চোরের শোকেই কাঁদছি। কাল কিয়ামত দিবসে সে বেচারাকে অপরাধী হিসেবে হাজির করা হবে। তখন তার কোন ওজর আপত্তি শোনা হবে না। সে বড়ই অসহায় হয়ে পড়বে।

চুরির শাস্তি

যখন চুরির প্রসঙ্গ এসেছে, চুরির শাস্তির কথাও না বলে পারছিনা। ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ‘কুররাতুল উয়ূন’ নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কারো সামান্যতম জিনিসও চুরি করবে, কিয়ামত দিবসে সে ওই জিনিস তার গলায় আগুনের মালা স্বরূপ ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সে এমন ভীষণ চিৎকার মারবে। তার চিৎকারে যত লোক কবর থেকে উঠবে সবাই কাপতে থাকবে। অবশেষে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের সামনে তার যে ফায়সালাই করবেন তা তাকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। (কুররাতুল উয়ুন, পৃ-৩৯২)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

পাপের চিকিৎসার জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসঙ্গ ছিল মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশের। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা গুনাহের কারণে মুসলমানদের উপর সংগঠিত বিভিন্ন লোমহর্ষক শাস্তির কথা স্মরণ করে তাদের প্রতি সদয় হতেন। তাদের জন্য চিন্তিত হতেন এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা চালাতেন। তাই আমাদেরও মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা দেখানো উচিত। তাদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। তবে এ কাজে মনোবল দৃঢ় রাখতে হবে। সাহস হারালে চলবে না এবং কৌশলের সাথে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারের কৌশল অবলম্বন করতে পারি। তিক্ত ঔষধ ও ইঞ্জেকশনের ভয়ে রোগী ডাক্তারের নিকট যেতে অনিহা প্রকাশ করলেও ডাক্তার কিন্তু রোগীর সাথে সদাচারণ করেন, তার সাথে মিষ্ট মিষ্ট কথা বলেন, তাকে অত্যন্ত স্নেহ সোহাগ করেন। অনুরূপ পাপের ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিও যতই আমাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক না কেন, যতই উপহাস পরিহাস করুক না কেন, আমাদেরকে সংযমী হতে হবে, সহনশীল হতে হবে। সাহস হারালে চলবে না, যদি আমরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে থাকি, আমলের ময়দান থেকে পলায়নরতদের দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে ফিরিয়ে আনতে পারি, মাদানী কাফিলা সমূহের মুসাফির বানাতে পারি, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পাপের ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই একদিন সুস্থতার মুখ দেখবেই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

বিভিন্ন হক সম্পর্কে জানার পন্থা

মনে রাখবেন, বান্দার হকের মধ্যে পিতামাতার হক হচ্ছে সবার উপরে। পিতামাতর হক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া হারাম’ নামক বয়ানের অডিও ক্যাসে এবং নিগরানে শুরার ‘পিতামাতার হক’ নামক ভিসিডি ক্যাসেট শুনুন। অনুরূপ সন্তান-সন্ততিদের হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, আত্মীয়-স্বজনদের হক এবং পাড়া-পড়শীদের হক অন্যান্য মানুষের হকের তুলনায় অগ্রগন্য ও সর্বাধিক গুরুত্ববহ। এ সমস্ত হকের বর্ণনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরের বয়ানের মধ্যে আনা অসম্ভব। তাই সে সমস্ত হক জানার জন্য আপনারা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত (১) পিতা মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং ওস্তাদের হক, (২) বান্দার হক কিভাবে মাফ হবে? (৩) সন্তান-সন্ততিদের হক, এ তিনটি রিসালা পড়ে নেবেন। তাছাড়া মাদানী কাফিলা সমূহতে সুন্নাতে ভরা সফরও করবেন। اِنۡ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ এতে বান্দার হক সমূহ জানার সাথে সাথে তা আদায় করার জযবাও আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে। আর যখন আপনারা তা আদায় করতে পারবেন, তখন اِنۡ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আপনাদের জন্য জান্নাত লাভের পথও সুগম হয়ে যাবে।

জালিমের বিভিন্ন নিদর্শন

যারা মুসলমানদের কষ্ট দেয়, তাদের মনে আঘাত দেয়, তাদের মন্দ নামে অভিহিত করে, তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

করে, তাদেরকে তাদেরকে ব্যঙ্গোক্তি করে, প্রতিবন্ধীদের ব্যঙ্গ অনুকরণ করে, তাদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, শোন! শোন! রব্বে কায়েনাত পবিত্র কুরআনের ২৬ পারার সূরাতুল হুজুরাতের ১১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰٓى اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنۡ يَّكُنَّ خَيۡرًا مِّنۡهُنَّ ۚ وَلَا تَلۡمِزُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُوۡا بِالۡاَلۡقَابِ ؕ بِئۡسَ الِاسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَعۡدَ الۡاِيۡمَانِ ۚ وَمَنۡ لَّمۡ يَتُبۡ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۱۱﴾

আমার আকা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্জ আল হাফেজ আল কারী শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাঁর বিখ্যাত তরজমায়ে কুরআন ‘কানযুল ঈমান’ উপরোক্ত আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রূপ করবে, এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ওই বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে; এবং না নারীগণ নারীদেরকে বিদ্রূপ করবে; এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রূপকারিনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না, আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না। কতই মন্দ নাম মুসলমান হয়ে ফাসিক বলো না! এবং যারা তওবা করে না, তবে তারাই যালিম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কারো সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো দরিদ্রতা বংশ কিংবা শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, উপহাস-পরিহাস করা গুনাহ। অনুরূপ কোন মুসলমানকে মন্দ নামে অভিহিত করাও গুনাহ। সুতরাং কাউকে কুকুর, গাধা, শুকর, ইত্যাদি বলা যাবে না। অনুরূপ কারো মধ্যে কোন শারীরিক দোষ-ত্রুটি থাকলে তারপরও তাকে সে নামে অভিহিত করা যাবে না। যেমন : হে অন্ধ, হে কানা, হে কালো ইত্যাদি দ্বারা কোন প্রতিবন্ধী কিংবা শারীরিক দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, পরিচয় প্রদানের জন্য প্রয়োজনে অন্ধ, কানা ইত্যাদি বললে কোন অসুবিধা নেই। যারা মানুষের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, উপহাস পরিহাস করে মানুষকে মন্দ নামে অভিহিত করে তাদেরকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় ফাসেক বলা হয়েছে। আর যারা তা থেকে তওবা না করে তাদেরকে জালিম আখ্যায়িত করা হয়েছে। হে মানুষের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীগণ! কান পেতে শুন!

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার শাস্তি

যখন মনে কোন মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস করার ইচ্ছে জাগে, তখন আল্লাহর ওয়াস্তে এ রেওয়ায়তটির প্রতি মনোযোগ দেবেন, সরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, নবীদের সরদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কারীর সামনে জান্নাতের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

একটি দরজা খোলা হবে এবং তাকে বলা হবে আস! আস! তখন সে বুক ভরা আশা নিয়ে সে দরজার দিকে দৌড়ে যাবে। যখনই সে দরজার নিকট গিয়ে পৌঁছবে, দরজাটি সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। অত:পর জান্নাতের আরেকটি দরজা খোলা হবে এবং তাকে আবারো ডাকা হবে আস! আস! সে আবারো বুকভরা আশা নিয়ে সে দরজার দিকে দৌঁড়ে যাবে। কিন্তু সে দরজার নিকট পৌঁছার সাথে সাথে দরজাটি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে তার সাথে ধোকাবাজি চলতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে শত ডাকার পরও সে আর যাবে না। (কিতাবুস সমত মায়া মওসুয়াতে ইমাম আবুদ্দুনিয়া, খন্ড-৭ম, পৃ-১৮৩, হাদীস নং-২৮৭)

ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সবাই ভয়ে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করে নিন নির্ভেজাল তওবা, তারপর তওবার উপর অটল থাকুন। মানুষের হক ধ্বংসের ক্ষেত্রে আল্লাহর দরবারে শুধুমাত্র তওবা করলেই চলবে না, মানুষের যে যে হক ধ্বংস করেছেন তাও ফেরত দিয়ে দিন। যদি তা আর্থিক হক হয় ফেরত দিয়ে দিন, মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিন। অদ্যাবধি যার যার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন, ব্যঙ্গোক্তি করেছেন, যার যার গীবত সমালোচনা করেছেন, পরনিন্দা-পরচর্চা করেছেন, কুৎসা রটনা করেছেন এবং সে তা জানতে পেরেছে, যাকে যাকে মন্দ নামে অভিহিত করেছেন, কটাক্ষ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

করেছেন, রক্ত চক্ষু দেখিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন। গালমন্দ করেছেন, বকুনি দিয়েছেন, মারধর করেছেন, অপমানিত লাঞ্চিত করেছেন এবং শরয়ী অনুমতি ছাড়া যে কোন ভাবেই মানুষদের মনে আঘাত দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আলাদা আলাদাভাবে ক্ষমা করিয়ে নিন। আপনার মানহানি হতে পারে, আপনার ইজ্জত সম্মান, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ভূলুণ্ঠিত হতে পারে, এভয়ে যদি আপনি কারো নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে ইতস্তত করেন, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করে দেখুন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি যদি আপনার নেকীর ভান্ডার কেড়ে নেয়, তার গুনাহের বোঝা আপনার মাথায় তুলে দেয়, তখন আপনার কী অবস্থা দাঁড়াবে! আল্লাহর কসম! প্রকৃত অর্থে আপনার প্রতি সমবেদনা সহমর্মিতা প্রকাশের মত আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব, ভাই, আত্মীয় স্বজন পাওয়া যাবে না। তাই তাড়াতাড়ি নিজ পিতামাতার পায়ে লুটে পড়ে, আত্মীয় স্বজনদের সামনে হাত জোড় করে, অধীনস্থদের হাত-পা ধরে ইসলামী ভাই ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট কাকুতি মিনতি করে, তাদের সামনে নিজকে নগণ্য ও অধম মনে করে আজ দুনিয়াতেই তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে পরকালের মান-সম্মান লাভের জন্য সচেষ্ট হোন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, مَنۡ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয় করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২৯৭, হাদীস নং-৮২২৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন," আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

প্রত্যেকেই একে অপরের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে ক্ষমা করে দিন।

আমি ক্ষমা করে দিলাম

যার সাথে মানুষের সম্পর্ক বেশি, তার দ্বারা মানুষের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। আমি সগে মদীনার (লিখকের) সাথে যেহেতু অগণিত মানুষের সম্পর্ক রয়েছে, তাই আমার দ্বারা তাদের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি রয়েছে। না জানি, আমি কত মানুষের মনে আঘাত দিয়েছি, কত জনের চোখের পানি ঝরিয়েছি। তাই তাদের প্রতি আমি করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি যদি আমার দ্বারা কারো জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, তবে সে যেন আমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। কেউ আমার নিকট কর্জ পেয়ে থাকলেও তাও যেন আমার নিকট থেকে আদায় করে নেয়। আর যদি নিতে না চায়, তাহলে যেন ক্ষমা করে দেয়। যার নিকট আমি কর্জ পাব, আমি তাকে আমার যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্জ ক্ষমা করে দিলাম। হে মালিক! আমার কারণে কোন মুসলমানকে যেন আপনি শাস্তি না দেন। আমি সকল মুসলমানকে আমার পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল প্রকারের হক ক্ষমা করে দিলাম। যে আমার মনে আঘাত দিয়েছে বা দেবে, আমাকে মারধর করেছে বা করবে, আমার প্রাণনাশের চেষ্টা চালিয়েছে বা চালাবে বা আমাকে শহীদ করে ফেলবে, তার প্রতি এবং সকল মুসলমানের প্রতি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আমার হকের ক্ষেত্রে আমার সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা রইল। হে আমার প্রিয় আল্লাহ আমি অধম, অসহায় মিছকিনের পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে আপনার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। হে মালিক

صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب
بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے

সদকা পেয়ারে কি হায়াকা নলে মুজছে হিসাব
বখ্‌শ বে পুছে লজায়ে কো লজানা কিয়া হায়। (হাদায়েখে বখশিশ)

আমার লিখিত বয়ান পড়ছেন তারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন, দুনিয়াতে মানুষের যে হকটি বড় এর চেয়েও বড়, আপনাদের সে হকটিও যদি আমি নষ্ট করে থাকি, সেটি ছাড়াও আরো যত প্রকার হক আমি আপনার নষ্ট করে থাকি, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা আমাকে তা ক্ষমা করে দেবেন। আর ভবিষ্যতেও আমার দ্বারা আপনাদের হোক হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তাও আমাকে অগ্রিম ক্ষমা করে দিলে আমার জন্য তা ইহসানের ওপর ইহসান হবে। দয়া করে অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে একবার বলে দিন, আমি ক্ষমা করে দিলাম।

جَزَاکُمُ اللّٰہُ خَیۡرًا وَّ اَحۡسَنَ الۡجَزَاء

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ফেরত দিতেই হবে

কারো নিকট কর্জ থাকলে তাড়াতাড়ি পরিশোধ করে দিন; পরিশোধে বিলম্ব হলে ক্ষমাও চেয়ে নিন। যার নিকট থেকে ঘুষ নিয়েছেন, যার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

পকেট মেরেছেন, যার মাল চুরি করেছেন, যার ঘর লুন্ঠন করেছেন, যার টাকা ছিনতাই করেছেন, তাড়াতাড়ি তারা সকলের পাওনা আদায় করে দাও বা তাদের থেকে সময় নাও বা ক্ষমা করিয়ে নাও। তাদের অর্থ আত্মসাৎ করার কারণে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তজ্জন্যও ক্ষমা চেয়ে নাও। তারা যদি মারা যায় বা তাদের কোন হদিস পাওয়া না যায়, তাহলে তাদের ওয়ারিশদের নিকট পরিশোধ কর। ওয়ারিশও যদি পাওয়া না যায়, তবে তাদের নামে সদকা করে দাও। আর যদি কার কার হক অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছ তা জানা না থাকে, তাহলে সে পরিমাণ অর্থ সদকা করার পর যদি হক ওয়ালা পাওয়া যায় এবং তার হক দাবী করে, তখন তাকে পুনরায় তার হক পরিশোধ করতে হবে।

যাদের কথা মনে নেই তাদের নিকট থেকে কিভাবে ক্ষমা করিয়ে নেব?

যে ইসলামী ভাই মানুষের হক নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, দুশ্চিন্তা ও দিশাহারা হয়ে গেলেন, এজন্য আমার তো জানা নেই, কতজনের হক আমি ধ্বংস করেছি, কতজনের মনে আঘাত দিয়েছি; এখন আমি কি করতে পারি? এতো মানুষকে তো খুঁজে বের করা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিভাবে আমি তাদের হক পরিশোধ করতে পারি? কিভাবে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারি? তার প্রতি আমার পরামর্শ হল, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যাদের যাদের মনে আপনি কষ্ট দিয়েছেন, যাদের যাদের হক নষ্ট করেছেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

তাদের মধ্যে যাদের সাথে যোগাযোগ করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে ফোনের মাধ্যমে চিঠির মাধ্যমে যেভাবেই হোক যোগাযোগ করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন। আর যাদের খোঁজ খবর নেই, যারা লা-পাত্তা হয়ে গেছে, ইন্তেকাল করেছে অথবা যাদের কথা মোটেও মনে নেই, তাদের জন্য আপনি প্রত্যেক নামাযের পর দোয়া করবেন, তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করবেন। যেমন : প্রত্যেক নামাযের পর আপনি বলবেন, ‘হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমি অদ্যাবধি যে সমস্ত মুসলমানের হক নষ্ট করেছি তাদের সকলকেই আপনি ক্ষমা করে দিন’ আল্লাহর দয়া ও করুনা অসীম, অশেষ, নিরাশ হওয়ার কারণ নেই, নিয়ত পরিস্কার থাকলে উদ্দেশ্যও সফল হবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার অনুতাপ পরিতাপও ফলপ্রসূ হবে। প্রিয় নবীর উসিলায় মানুষের হক মাফ করানোর বন্দোবস্তুও আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত মিটমাট করে দেবেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সরকারে দো আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনি আদম রাসূলে মুহতাশাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বসা ছিলেন। হঠাৎ তিনি মুচকি হেসে উঠলেন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক! হঠাৎ আপনার মুচকি হেসে উঠার কারণ কি? ইরশাদ করলেন, আমার দু’জন উম্মত আল্লাহর দরবারে নতজানু হয়ে বসে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে। হে মালিক! সে আমার উপর জুলুম করেছিল, তার এবং আমার মধ্যে ন্যায় বিচার করে দিন। আল্লাহ তায়ালা বাদীকে বলবেন, বিবাদী বেচারার তো এখন কিছু করার উপায় নেই। সেতো পূণ্যশূন্য হয়ে একেবারে খালি হাত হয়ে পড়েছে। বাদী বলবে, তাহলে আমার পাপের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিন। এতটুকু বলার পর সরকারে কায়েনাত, শাহে মওজুদাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেদিনটি হবে খুবই ভয়াবহ। সেদিন প্রত্যেকেই নিজের পাপের বোঝা হালকা করতে চেষ্টারত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মজলুম বাদীকে বলবেন, তুমি তোমার সামনে কি আছে দেখ। সে বলবে, মালিক! আমি আমার সামনে স্বর্ণের বড় বড় শহর এবং এমন এমন সুন্দর অট্টালিকা সমূহ দেখতে পাচ্ছি, যা মনিমুক্তার কারুকার্য খচিত। আপনি এত সুন্দর সুন্দর শহর ও অট্টালিকা সমূহ কোন নবী, সিদ্দীক বা শহীদের জন্য তৈরী করেছেন? আল্লাহ বলবেন, তার জন্য, যে এর মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম। বাদী বলবে, এত সুন্দর সুন্দর শহর অট্টালিকার মূল্য পরিশোধ করার মত সাধ্য আছে কার? আল্লাহ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

বলবেন, তোমারই। সে বলবে, কিভাবে আমি এর মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখি? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি তোমার যাবতীয় হক তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে। তখন সে বলবে, আমি তার নিকট প্রাপ্য আমার সমূদয় হক ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তার হাত ধরে উভয়ই একত্রে জান্নাতে চলে যাও। অতঃপর সারকারে নামদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, শাহিনশাহে আবরার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং মানুষের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দাও কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাও মানুষের মাঝে আপোষ মীমাংসা করে দিবেন। (আল মুস্তাদারিক লিল হাকিম, খন্ড-৫ম, পৃ-৭৯৫, হাদীস নং-৮৭৫৮, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করে বয়ান শেষ করার চেষ্টা করছি। তাজদারে রিসালাত, শাহিনশাহে নবুওয়াত, মোস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হিদায়াত, মাহবুবে রাব্বুল ইজ্জত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে বসবাস করবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-১ম, পৃ-৫৪, হাদীস নং-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں
نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো যায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

কথাবার্তা বলা সংক্রান্ত বারটি মাদানী ফুল

(১) হাস্যোজ্জল চেহারায় আনন্দ চিত্তে কথাবার্তা বলবেন।

(২) মুসলমানদের মন জয় করার নিয়তে ছোটদের সাথে স্নেহভরে এবং বড়দের সাথে বিনয়ের সাথে কথাবার্তা বলবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এতে সাওয়াব অর্জন করার সাথে সাথে তাদের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিতেও আপনি সক্ষম হবেন।

(৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যেমন তা আজ বন্ধু-বান্ধবদের পারস্পরিক কথাবার্তার মধ্যে সচরাচর দেখা যায় তা সুন্নাত নয়।

(৪) চাই সদ্য প্রসূত শিশু হোক, ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে তার সাথেও আপনি জী-জনাব সম্বোধনে কথা বলবেন। এতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার চরিত্রও মার্জিত হবে এবং শিশুও আদব কায়দা ঠিক হয়ে বড় হয়ে উঠবে।

(৫) কথাবলার সময় লজ্জাস্থানে হাত দেয়া, আঙ্গুল দ্বারা শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, বারবার নাক কচলানো, নাকে-কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখা, বারবার থুথু ফেলতে থাকা ভাল দেখায় না। বরং এতে উপস্থিত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ব্যক্তির মধ্যে আপনার প্রতি ঘৃণাভাব জন্মাতে পারে।

(৬) যতক্ষণ পর্যন্ত অপর ব্যক্তির কথা বলা শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকবেন। তার কথা কেটে দিয়ে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়।

(৭) কথা বলার সময় বরং কোন অবস্থাতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন না। কেননা রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দেননি।

(৮) নাকে মুখে কথা বললে কিংবা বারবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লে আপনার প্রতি মানুষের ভয় ভীতি কমে যেতে পারে।

(৯) মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা কোন মানুষের মধ্যে বৈরাগ্যতা ও মিতভাষীতার মত দু'টি গুন দেখতে পাবে, তখন তার সান্নিধ্য ও সাহচর্যে লেগে থাকবে। কেননা তার প্রতি হিকমতের আবির্ভাব ঘটে। (সুনানে ইবনে মাযাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৪২২, হাদীস নং-৪১০১)

(১০) রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে নিশ্চুপ রইল, সে নিরাপদ রইল। (সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২২৫, হাদীস নং-২৫০৯)

‘মিরাতুল মানাযিহ’ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, কথাবার্তা চার প্রকার : (১) পরিপূর্ণ ক্ষতিকর, (২) পরিপূর্ণ কল্যাণকর, (৩) ক্ষতিকরও, কল্যাণকরও, (৪) না ক্ষতিকর, না কল্যাণকর।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

যে সমস্ত কথাবার্তা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকর, তা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা অপরিহার্য। আর যে সমস্ত কথাবার্তা সম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর, তা অবশ্যই বলা দরকার। যে সমস্ত কথাবার্তা ক্ষতিকরও, কল্যাণকরও, তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, তবে না বলাটাই শ্রেয়। আর যে সমস্ত কথাবার্তা উপকারীও নয়, অপকারীও নয়, তাতে লিপ্ত হওয়া সময়ের অপচয় মাত্র।

বর্ণিত চার প্রকারের কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যেহেতু কঠিন। তাই চুপ থাকাটাই ভাল। (মিরাতুল মানাযিহ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৪৬৪)

(১১) কেবলমাত্র বৈধ প্রয়োজনে কারো সাথে কথাবার্তা বলা যাবে এবং কথা বলার সময় শ্রোতার মন মানসিকতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১২) অশ্লীল, নোংরা ও নির্লজ্জ কথাবার্তা থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন। গালি-গালাজ করবেন না। মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে গালি দেয়া অকাট্য হারাম। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-২১শ, পৃ-১২৭)

যারা অশ্লীল নির্লজ্জ কথাবার্তা বলে, তাদের জন্য জান্নাত হারাম। হুজুর তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে কথাবার্তাতে অশ্লীলতার আশ্রয় নেয়। (কিতাবুস সমত মায়া মওসুয়াতিল ইমাম ইবনে আবুদ দুনিয়া, খন্ড-৭ম, পৃ-২০৪, হাদীস নং-৩২৫, আল মাকতাবাতুল মদীনা, আসরিয়া, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কথাবার্তা বলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং আরো অগণিত সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কিতাব 'সুন্নাত ও আদব' সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাতের তরবিয়্যতের একটি অনন্য মাধ্যম দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা সমূহতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন।

سیکھنے سنّتیں قافِلے میں چلو
لُوٹنے رَحمتیں قافِلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافِلے میں چلو
پاؤگے بَرکتیں قافِلے میں چلو

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হল মুসকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগে বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মাদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

إن شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إن شاء الله عزوجل

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

মাকতাবাতুল মাদীনা ঃ-

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬